ঝিনাইদহের ৭ টি মন্দিরে ৩ হাজার শাড়ী উপহার প্রদাণ করলেন এমপি সমি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঝিনাইদহে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ৩ হাজার শাড়ী উপহার প্রদাণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে পৌর এলাকার ৭ টি মন্দিরে এ উপহার প্রদাণ করেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি।

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, সংসদ সদস্যের পিএস রওশন আলী, রোকনুজ্জামান রিপন,সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বী অনু, কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সুমন বিশ^◌াস সহ দুর্গা মন্দিরের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ। পৌর এলাকার মন্দির গুলো হলো চাকলাপাড়া, ব্যাপারীপাড়া, আরাপপুর, পবহাটী, কাঠালবাগান, ষাটবাড়ীয়াও হামদহ কালীমন্দির।

এসময় প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি বলেন, দেশে বর্তমান সরকারের আমলেই সর্বোচ্চ উন্নয়ন হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আওয়ামীলীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। তাই আগামী নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনার সরকারকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহবান জানান।

সাবেক সাংসদ প্রফেসর আবদুল মান্নানের পক্ষে গণসংযোগ

মেহেরপুর -১ আসনের আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পক্ষে গণসংযোগ করেছেন তার

অনুসারীরা।

জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খালেদুজ্জামান খান ডালিমের নেতৃত্বে মুজিবনগর, কেদারগঞ্জ বাজার, শিবপুর, সাহেবপুর, টেংরামারি, ইসলামপুর, যতারপুর, নুরপুর,আমদহসহ বিভিন্ন স্থানে সাধারণ জনগণের সাথে সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন উন্নয়ন তুলে ধরেন।

গনসংযোগকালে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ও নেতাকর্মীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

গণসংযোগে মির্জা গালিব উজ্জ্বল, মোঃ সাজেদুর রহমান সাজু , আবু তালহা বীন হাবিব জুয়েল –,আব্বাস উদ্দীন, মোঃ খোকন শেখ, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রবিউল ইসলাম, রাজু আহমেদ, ইকবাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রেকর্ড গড়া দামে বায়ার্ন মিউনিখে হ্যারি কেইন

অবশেষে ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম থেকে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েছেন হ্যারি কেইন। জার্মান লিগের ১০০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে ইংলিশ এই স্ট্রাইকারকে দলে ভিড়িয়েছে বাভারিয়ানরা। আগেই চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল। শনিবার (১২ আগস্ট) আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় জার্মান ক্লাবটি।

৪ বছরের চুক্তিতে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েছেন কেইন। ক্লাবটিতে ৯ নম্বর জার্সি গায়ে খেলবেন তিনি। চুক্তির ঘোষণা দিয়ে বায়ার্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে পোস্ট করেছে। সেখানে কেইনের হাতে জার্সি তুলে দিয়েছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট। পোস্টে লিখেছেন, ‘হ্যারি কেইন এখন বায়ার্ন মিউনিখের খেলেয়াড়।’

চুক্তি শেষে এক ভিডিও বার্তায় বায়ার্ন ভক্তদের কেইন বলেছেন, ‘তোমাদের গর্বিত করতে আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবো।

আশা করছি তোমাদের অনেক সেরা মুহূর্ত দিতে পারবো, যার স্মৃতি হবে অমলিন। এখন থেকে আমি তোমাদের।’

সূত্র: ইত্তেফাক

মুজিবনগরের মোনাখালীতে গণসংযোগ করেন আ.লীগ নেতা মান্নান

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

আজ বুধবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে এ গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। গনসংযোগকালে শ্রমিক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের উজলপুর ও মনোহরপুরে আ.লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর ও মনোহরপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে এ গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। গনসংযোগকালে শ্রমিক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার কলেজপাড়ায় নির্মাণাধীন খোলা ড্রেনে পড়ে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্মাণাধীন ড্রেনে পড়ে সামিয়া নামের সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে।

পৌর এলাকার কলেজপাড়ায় ঢাকনাবিহীন ড্রেনের পানি থেকে গতকাল বুধবার রাত ৯ টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। সামিয়া কলেজপাড়ার ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামানের শিশু কন্যা।

শিশুর পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় শিশু সামিয়া কলেজপাড়া সড়কে তার পিতার দোকানের সামনে খেলা করছিলো। সে একা খেলতে গিয়ে সবার অজান্তে বাড়ির সামনে পৌরসভার নির্মাণাধীন ঢাকনাবিহীন ড্রেনে পড়ে যায়। এ সময় তাকে অনেক খুঁজেও না পেয়ে পরিবারের লোকজন হতাশ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ড্রেনের পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে দেখতে পায় সামিয়াকে। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডে সড়কের পাশে নির্মাণ করা ড্রেনের ওপরে অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘদিন ঢাকনা (স্ল্যাব) দেওয়া হয়নি। আগেও ঢাকনাবিহীন এই ড্রেনের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে অনেকেই নিচে পড়ে আহত হয়েছেন।

এ বিষয়ে ড্রেন নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়ার্দ্দার জানান, মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়ার কারণে শতভাগ স্লাব দেয়া সম্ভব হয়নি। তবুও নির্মাণাধীন ড্রেনের শতভাগ স্লাব দেয়ার চেস্টা

চালানো হচ্ছে। তবে ড্রেনে পড়ে আর যেন কোনো প্রাণহানী না ঘটে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় শীর্ষ মাদক বিক্রেতা বোমা কালাম গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

৫’শ গ্রাম গাঁজাসহ আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম ওরফে বোমা কালাম (৪৫) কে আটক করেছে পুলিশ।

আটকৃত আবুল কালাম বেলগাছি মালিথা পাড়ার সাহেব আলী মালিথার ছেলে। সোমবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

সে আঞ্চলিক ভাবে বোমা কালাম হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে সে শীর্ষ মাদকদ্রব্য গাঁজা ব্যবসায়ী নাম খ্যাতি অর্জন করেছে। তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা সহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মাদক সহ বিভিন্ন মামলা রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের মালিথা গ্রামের আবুল কালাম ওরফে বোমা কালাম। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা বিক্রয় করে আসছে। ইতিপূর্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী র্যাব, ডিবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর সহ আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করে।

সে বেলগাছি সহ পার্শ্ববর্তী ডামোশ, কেদারনগর, কাশিপুর, ফরিদপুর, এরশাদপুর ছাড়াও পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় খুচরা ও পাইকারি গাঁজা বিক্রয় করে। কালামের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী মাদকদ্রব্য গাঁজা বিক্রয়ের হাল ধরে।

এসুত্রে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলগাছি শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালামের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশ কালামের বাড়ির পাশের আম বাগান থেকে তাকে আটক করে। কালামের

তথ্যমতে ৫’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

দামুড়হুদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

দামুড়হুদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩ উপলক্ষে র্যালী, আলোচনা সভা ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল “প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে, সামিল হই সকলে” এবং এবারের স্লোগান ছিল “সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাস, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু প্রমূখ।

আহারে!গরম -পারভীন আকতার

ইচ্ছে করে পুকুর নদীর জলে
ডুবে থাকি রাত দিন,
সবুজ শ্যাওলা জল ছলছলে

হারিয়ে দিক রুদ্র দিন।

বৃক্ষদেবীর পাতার আঁচলে নেই ঝিরিঝিরি সেই হাওয়া,
গরম ভাপে পুড়ে ছারখার সবে ছেড়েছে খাওয়া দাওয়া।

শরীরখানায় ঝরছে ঘাম সেথা মাথা হতে পায়ের তালু,
কাপড় ভিজে ছোপ ছাপ ফেলে বৃষ্টি নামুক জাঁকালো।

মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় এলোমেলো করে ভূ তল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভ্যাপসা গরম
হয় না তনু ঠান্ডা শীতল।

যেদিকে যাই আগুন ঝলসে
গরম গরম ভাবখানা,
টাকার গরম,জাতের গরম
কষ্টে মরছে জান খানা।

নানা অভিধায়ে চেনা মানুষ বাবলু

বাগবুল ইসলাম বাবলু। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা পরবর্তী ছিলো বৈরী সময়, ঘর, প্রতিকুল পরিস্থিতি। তবুও তিনি কাজ করেছেন এলাকার জন্য। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনস্বীকার্য। বাগবুল ইসলাম বাবলুকে নানা অভিধায় মানুষ চিনতো, জানতো। বাবলু বাহিনী প্রধানের তকমা জুটেছিলো। শ্রেণিশত্রু ক্ষতমের অপরাজনীতিতেও জড়িয়েছিলেন। মূলত তার বিরোধী বাহিনী রোধ করার প্রয়োজনে। এর ওপরেও সবকিছু ছাপিয়ে তার মানবিক গুণাবলী বিকাশ হয়েছিলো কিছু মহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

জাসদের গণবাহিণীর রাজনীতিতে বাবলু স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব

দিয়েছেন। পরে ৯০ দশকে স্বাভাবিক রাজনীতিতে এসে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে সন্ত্রাস কবলীত জনপদে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির উৎপাত প্রতিরোধে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টিতে সম্পৃক্ত হন। এলাকায় সশস্ত্র্র বাহিনী গড়ে তোলেন। পেছন থেকে স্থানীয় প্রশাসন তাকে সহযোগিতা করেন। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তখন একটি আতংকিত নাম হয়ে ওঠে বাগবুল ইসলাম বাবলু। ৯৬এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তৎকালীন স্বরাস্ট্র মন্ত্রীর কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে ফের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। এবং দু‘বার তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

বাগবুল ইসলাম বাবলু ২০০২ সালের আজকের দিনে (১৩ মার্চ) মেহেরপুর শহরে ভাড়া বাড়িতে প্রতিপক্ষের গুলিতে খুন হন। বাগবুল ইসলাম এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ অঞ্চলে এবং ভয়াল পরিস্থিতির মধ্যেও মহাজনপুর কলেজসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যা চিরকাল তার স্মৃতিসংরক্ষণ করবে। তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তাকে তার বিরোধীপক্ষের রোষানলে ফেলেছিলো। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদে দু‘বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবেই তিনি জনহিতকর নানা কাজ সম্পাদন করেছিলেন।

মহাজনপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু বাবলু প্রসঙ্গে বলেন- এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি উদ্যোগি হয়েছিলেন এই অর্থেই যে- শিক্ষিত জনগোষ্ঠি একদিন এলাকায় সর্বপ্রকার নেতিবাচক রাজনীতিকে প্রতিহত করে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবেন। তিনি কতটুকু করতে সক্ষম হয়েছিলেন এলাকাবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবে। তার শূন্যতায় এখন এলাকার মানুষ তার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করছে। তার প্রতিষ্ঠিত মহাজনপুর কলেজ, কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসা থেকে সন্ত্রাস কবলিত, জেলার অজ পাড়া গাঁয়ের মানুষ সু‘শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষকরা হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক ছাড়া উন্নত সমাজ ও উজ্জল জীবন কল্পনাতীত। সমাজের একজন বিপথগামি মানুষ বাবলু সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তা গবেষণার বিষয় বৈ কী।